

জন্মদিনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ কালঃ ১৯৪১

Published by

porua.org

সূচীপত্র

<u>অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে</u>	<u>১৬</u>
<u>আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি</u>	<u>১৭</u>
<u>আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন</u>	<u>১২</u>
<u>করিয়াছি বাণীর সাধনা</u>	<u>২৫</u>
<u>কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে</u>	<u>১৫</u>
<u>কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত</u>	<u>২৪</u>
<u>জটিল সংসার</u>	<u>৫৩</u>
<u>জন্মবাসরের ঘটে</u>	<u>১১</u>
<u>জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে</u>	<u>৫০</u>
<u>জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিত যবে</u>	<u>১৩</u>
<u>তোমাদের জানি, তব তোমরা যে দূরের মানষ</u>	<u>৫৮</u>
<u>দামামা ঐ বাজে</u>	<u>৩৪</u>
<u>নদীর পালিত এই জীবন আমার</u>	<u>৫৭</u>
<u>নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে</u>	<u>৩৭</u>
<u>পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে</u>	<u>৩১</u>
<u>পোডো বাড়ি শূন্য দালান</u>	<u>৫১</u>
<u>ফুলদানি হতে একে একে</u>	<u>৫৫</u>
<u>বয়স আমার বঝি হয়তো তখন হবে বারো</u>	<u>৩৮</u>
<u>বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে</u>	<u>৯</u>
<u>বিপলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি</u>	<u>২০</u>
<u>বিশ্বধরণীর এই বিপুল কলায়</u>	<u>৫৬</u>
<u>মনে পড়ে শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটির</u>	<u>৩২</u>
<u>মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি</u>	<u>৪২</u>
<u>মোর চেতনায়</u>	<u>১৮</u>
<u>রক্তমাখা দত্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের</u>	<u>৪৫</u>
<u>সেদিন আমার জন্মদিন</u>	<u>৭</u>
<u>সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে</u>	<u>৩৬</u>
<u>সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে</u>	<u>৪৮</u>
<u>সৃষ্টিলীলাপ্রাপ্তির প্রান্তে দাঁড়াইয়া</u>	<u>২৯</u>

অপরাহে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি
নমস্কার-সহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে
প্রসূর-আসনে বসি
বহু যুগ বহিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর—
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর, মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে-খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোক দহু করি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহবেলার ভালে অন্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।
সে মহিমা উদ্ভারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে॥

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জে।
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া

উদয়ন। শান্তিনিকেতন

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

দুপুর

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।
নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে

নিবেদন করিতে প্রণাম—
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ
চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।

আজ সব কথা,
মনে হয়, শুধু মুখরতা।
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্দের কাছে
ধ্বনিতোছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।
লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে
ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।
দিনশেষে কর্মশালা ভাষা-রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা, বহু মিছে।
বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,

নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমার ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।
এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃত্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু-মাঝে।
প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
সুদূর সম্মুখে সিঁধু, নিঃশব্দ রজনী,
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি
অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা-মাঝে
মর্তজীবনের কাজে।
সে পথের ‘পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।
মন বলে, আমি চলিলাম,
বেথে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো

উদয়ন। শান্তিনিকেতন

১৯ জানুয়ারি ১৯৪১

সকাল